দেশে করোনায় আরও ৩৪ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩৫০৪

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৬৯৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৫০৪ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৩৩ হাজার ৯৭৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ১৮৫ জন এবং মোট সুস্থ ৫৪ হাজার ৩১৮ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৫ হাজার ৫৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৫ হাজার ১৫৭টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৫০৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৩৩ হাজার ৯৭৮ জন। শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ১২ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩২ জন ও নারী ২ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৬৯৫ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ১৮৫ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৫৪ হাজার ৩১৮ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৫৪ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৭ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৩ জন এবং ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৩ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন, সিলেটে ৪ জন, রাজশাহীতে ৪ জন, খুলনায় একজন এবং রংপুরে ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জন ও বাড়িতে ৪ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

যুগান্তর রিপোর্ট

পরিস্থিতি ‘অনুকূলে’ আসার ১৫ দিন পর এইচএসসির পরীক্ষা

করোনা পরিস্থিতি ‘অনুকূলে’ আসার ১৫ দিন পর এইচএসসির পরীক্ষা নেয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেন, ‘এইচএসসি পরীক্ষার নেওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। আমি আগেও বলেছি যখনই অনুকূল পরিস্থিতি হবে তার ১৫ দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিতে পারব। এ ১৫ দিন শিক্ষার্থীদের নোটিশ দিতে হবে। তাদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে সময় দিতে হবে।’

শনিবার এডুকেশন রিপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ইরাব) আয়োজিত ‘করোনায় শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে এনে কম সময়ে তা শেষ করার ভাবনা সরকারের রয়েছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবারের এইচএসসির সিলেবাস কমানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই, কারণ তারা (শিক্ষার্থী) তাদের তো তাদের সিলেবাস সম্পন্ন করেছে। এখন হতে পারে, যে হ্যাঁ, পাবলিক পরীক্ষা (এইচএসসি) নেওয়া হবে, আবার এত লক্ষ লক্ষ পরিবার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, এত প্রশাসনের মানুষ, এত শিক্ষক- সবাইকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলব? আমরা সেটিকে, আমরা কম সময়ে করতে পারি কি না, কম সংখ্যক পরীক্ষা নিতে

পারি কি না- আমরা সবকিছুই কিন্তু ভাবছি।”

গত ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে তা স্থগিত করা হয়। এরপর থেকে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে বন্ধ।

যুগান্তর রিপোর্ট

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরে বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের উদ্যোগে করোনা প্রতিরোধে পথচারিদের মাঝে মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল এই মাস্ক বিতরণের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ভাইরাস থেকে আমাদের বাচতে হলে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। সেই সাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদের চলাচল করতে হবে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাই আমরা অন্তত্য মাস্কটা ব্যবহার করার চেষ্টা করবো।

মেহেরপুর কলেজমোড়, হাসপাতাল মোড় ও বড় বাজারের কাচা বাজারে সাধারণ মানুষের মাঝে ১ হাজার মাস্ক বিতরণ করা হয়। সেই সাথে পথচারিদের সচেতন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা মূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হাসান আসিফ, বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মজিবুল হক মিলন, সাধারণ সম্পাদক তারিকুল ইসলাম রাজীব, সহ সভাপতি রাজু আহমেদ লিটিল, সোহাগ, তরুন, জাহিদ, সদর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক

সুজাউদ্দিন সুজন, প্রজন্মলীগ নেতা, রহিম, রন্টু, সুজন, মনির, সাজেদুল, সুমন প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

“যাওয়া-আসার ভেলকিবাজি, ভোগান্তীতে গ্রাহকরা”

আলমডাঙ্গার বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা (ওজোপাডিকো) অত্যন্ত নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিছুতেই নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকসেবা দিতে পারছে না বিভাগটি। কোন কারন ছাড়াই মিনিটে মিনিটে বিদ্যুৎ চলে যাওয়া আবার মিনিট বাদেই বিদ্যুৎ চলে আসা একটা অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। ওজোপাডিকো পৌর শহরের একটা এলাকায় কিছুক্ষনের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ দিতে পারছে তো অন্য এলাকায় পারছে না। এভাবেই চলছে দিনের পর দিন। ওজোপাডিকোর এই অবস্থাকে অনেকেই “চোখে মুখে ভেলকি লাগার” সাথে তুলনা করেছেন।
এ ব্যাপারের আলমডাঙ্গার আবাসিক প্রকৌশলী (আর.ই) গোলাম নবী বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দূরাবস্থার কথা স্বীকার করে বলেছেন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন গেছে সড়কের দু‘পাশের গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে। এ জন্য ঝড়-বৃষ্টিতে নিরবিচ্ছিন্ন সঞ্চালন রাখা দুরহ হয়ে পড়ে। তিনি বিভিন্ন ফিডারের লোডের কথাও অজুহাতে এনেছেন। আবার একটি মেশিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকার কথাও বলেছেন।
তিনি নিরিবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকার বড় কারন চিহ্নিত করে বলেছেন, লোকবলের অনেক ঘাটতি রয়েছে। তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা আবাসিক প্রকৌশলীর কার্যালয়ে সরকারী পদ রয়েছে ১৫টি। কিন্ত পদ শুন্য রয়েছে ৭টি। জনবলের কারনে গ্রাহকসেবায় ঘাটতি থেকে যায়।
প্রশ্ন উঠেছে, ঝড়-বৃষ্টিতে গাছের ডালপালার লুটোপুটিতে বিদ্যুৎ না থাকতে পারে। কিন্ত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশেও কেন মিনিটে মিনিটে বিদ্যুৎ যাবে আসবে?
এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আবাসিক প্রকৌশলীর কার্যালয়ে সরকারী ১৫ টি পদের বিপরীতে ৮ জন নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা-

কর্মচারী দায়িত্ব পালন করলেও শুন্য থাকা ৭ টি পদে ৭ জন ঠিকই মাস্টাররোলে থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন।
তবে এই অল্প সংখ্যক কর্মচারী দিয়ে ত্রুটিতে ভরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন কতটুকু গ্রাহকসেবা দিতে পারে সেই প্রশ্ন যেমন থেকে যাচ্ছে তেমনই আবাসিক প্রকৌশলীর কার্যালয়ের নিজস্ব কোন ত্রুটি আছে কিনা সেই প্রশ্নও উঠেছে।
গ্রাহকরা বলছেন, মাস গেলেই চড়া বিদ্যুতের বিল তারা পরিশোধ করছেন, ওজোপাডিকোর কোন অজুহাত তারা কেন শুনবেন?

গাংনীর সহগলপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে বৃদ্ধের আত্মাহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের সহগলপুর গ্রামে গলায় ফাঁস দিয়ে এক বৃদ্ধের আত্মহত্যা করেছেন।
তিনি সহগলপুর গ্রামে বাসিন্ধা মজের আলী (৬০) বলে জানা যায়।
তার পরিবারের দাবী দীর্ঘদিন পারিবারিক কলহের জের ধরে এই আত্মহত্যা করেছেন বলে জানান।
তার পরিবার থেকে আরও জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বিকেল বেলায় মেয়ের বাড়ি বেড়াতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়।
গতকাল শুক্রবার সকালে সহগল পুর ঈদগাহ তলা নামক মাঠের একটি কাঠাল গাছে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাওয়া যায়।
এ সময় উৎসুক জনতা লাশ দেখতে ভিড় করে।

গাংনীতে সড়ক নির্মান অনিয়মে

কাজ বন্ধ

মেহেরপুরের গাংনীতে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে সড়ক নির্মানের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসি।
গতকাল শুক্রবার সকাল ১১ টায় উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া এলাকায় কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিছুক্ষণ পর পুনরায় কাজ শুরু হলেও অজ্ঞাত কারনে কেউ মুখ খুলতে চাইনি।
এছাড়া গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখকে ম্যানেজ করেই বেশ কয়েকটা সড়ক নির্মান করা হচ্ছে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে। কর্তৃপক্ষের তদারকি না থাকায় অনিয়ম প্রকট আকার ধারন করছে। একারনে স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড়।
স্থানীয়দের অভিযোগ গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন সড়ক নির্মানে চলছে অনিয়ম। তদারকি না করা ও অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার কারনেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে কতিপয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।
গতকাল শুক্রবার কাজিপুর-নওদাপাড়া সড়ক নির্মানে অনিয়মের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয়রা।
পরে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখকে জানালেও কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় আবার কাজ শুরু হয়েছে।
এ নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা জানান, রাস্তায় কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন হুমকি দিচ্ছে।
স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে এ সড়কটি সংস্কার করা হচ্ছে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার কারনে কিছুদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে। কোন ঠিকাদার কাজ করছে জানেনা শ্রমিকবৃন্দ। তারা জানিয়েছেন জনৈক শামিম নামের এক ব্যক্তি কাজ দেখভাল করে। এদিকে বামুন্দী পশুহাট-মটমুড়া সড়ক নির্মানে অভিযোগ উঠলেও কোন কর্নপাতই করছেনা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ। ঠিকাদার মকলেচ আলীর কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে কর্তৃপক্ষ নিরব দর্শকের ভুমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসির।
এদিকে পলাশীপাড়া রাস্তা নির্মানে অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি বরং অনৈতিক সুবিধা নিয়ে দ্রত কাজ করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া ধলা এলাকায় একটি রাস্তার কাজের মান নিয়ে সামাজিক যোগযোগে মাধ্যমে নানা মন্তব্য

করেন।
শহীদ হারেজ আলীর সন্তান বুলু মন্ডল জানিয়েছে, সড়ক নির্মানে অনিয়ম ও প্রকৌশলী গোলাপ শেখের অর্থবানিজ্য’র বিরুদ্ধে গাংনী শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন ও অনশন করা হবে। কোন ভাবেই জনগনের টাকা তছরুপাত হতে দেয়া হবেনা। শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে অনিয়মের প্রতিবাদ চলতেই থাকবে।

মোমিনপুর হাই স্কুলের এসএসসি ১৭ ব্যাচের হেল্পিং হ্যান্ড ফাউন্ডেশনের কমিটি গঠন

“সাহায্যের হাত সবার আগে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি ১৭ ব্যাচের হেল্পিং হ্যান্ড ফাউন্ডেশন নামক সংগঠনের অভিষেক ও কমিটি গঠন করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বিকেল পাঁচটার সময় মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। রকি আহমেদের সভাপতিত্বে ও ওয়ালিদ আহমেদ শ্রাবনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন।
হেল্পিং হ্যান্ড ফাউন্ডেশনের নবগঠিত কমিটিতে রকি আহমেদ সভাপতি, ওয়ালিদ আহমেদ শ্রাবণ সাধারণ সম্পাদক ও আকাশ মল্লিককে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।
ওয়ালিদ আহমেদ শ্রাবন বলেন, এই সংগঠনের উদ্দেশ্য তহবিল গঠন ও দুস্থদের পাশে দাড়ানো। ব্লাড ব্যাংক গঠন ও বৃক্ষ রপণ। অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয় পাঙ্গনে একটি বৃক্ষ রপন করে।
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন তুহিন সরদার, শাইখ আহমেদ হোসাইন, আহমেদ নাহিদ আফরিন ইউসুফ আলী কাজী রওনক জাহান সাইন সুমাইয়া আফ্রিন মুনতাসীর মামুন ইশতিয়াক মোমিন নিলয় তাবাসসুম হুমায়রা নিপা মেহের আফরোজ শ্রী মিঠুন প্রামানিক জুনায়েদ সাজিদুর রহমান শুভ লিজন আলী ও মোঃ রতন প্রমুখ।

করোনার দুর্যোগে কুষ্টিয়ায় ৬০ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

বৈশ্বিক মহামারি করোনা সংক্রমন হটাৎ করে কুষ্টিয়াসরসহ ৬টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভাসহ বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজ্ঞাপনে ঘোষিত কুষ্টিয়া পৌরসভার ২১টি ওয়ার্ড, ভেড়ামারা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড এবং ভেড়ামারা উপজেলার চাঁদগ্রাম ও বাহিরচর ইউনিয়নসহ বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে লকডাউন মানাতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেনের বিশেষ নির্দেশনায় গত কয়েকদিনে প্রায় ৮শটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসময় প্রায় ২ হাজার মামলায় ৬০ লাখ টাকা অর্থদন্ড আদায় ও বেশ কয়েকজনকে কারাগারেও প্রেরণ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসনের একটি দায়িত্বশীল সুত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লুৎফুন নাহার’র নেতৃত্বে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ইছাহক হোসেন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট জুবায়ের হোসেন চৌধুরী, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহেল মারুফ,মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস, দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিবুল শেখ, সিনিয়র সহকারী কমিশনার (এলএ) কানিজ ফাতেমা লিজা, সীমা শারমিন, খোকসা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সবুজ কুমার বসাক, সদর সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাহিদ হাসান, এনডিসি ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আবু রাসেল, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ইসাহাক আলী, এবি এম আরিফুল ইসলাম, সবুজ হাসান, তাইফুর রহমান, আহমেদ সাদাত, মাহেরা নাজনিন, মুনমুন নাহার আশা, রিজু তামান্না, মোছাঃ মুনিরা সুলতানা, মোছা খাদিজা খাতুন, সবুজ হাসানসহ সকল সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রজ্ঞাপন জারী হওয়ার পর থেকে মুখে মাস্ক না থাকা, প্রয়োজন ছাড়া বাইরে থাকা, নির্ধারিত সময়ের পরেও দোকান খোলা রাখা এবং সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, নির্মুল) আইন ২০১৮’র সংশ্লিষ্ট ধারার ক্ষমতাবলে জেলায় ৮শটি অভিযান পারিচালিত করেছে।
তাতে প্রায় ২ হাজার মামলা হয়েছে এবং বিভিন্ন জনের কাছ থেকে প্রায়

৬০ লাখ টাকা অর্থদন্ড আদায় ও বেশ কয়েকজনকে কারাগারেও প্রেরণ করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে গতকাল কুষ্টিয়া শহরে লাহিনী বটতলায় অভিযান চলাকালে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এবিএম আরিফুল ইসলাম জানান, কুষ্টিয়ায় করোনা সক্রামন বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ২৪ জুন জেলা প্রশাসক সভা কক্ষে করোনা প্রতিরোধ কমিটির এক জরুরী সভায় সিন্ধান্ত হয় যে, কুষ্টিয়া এলাকায় করোনা সংক্রমন আর কোন ভাবেই বৃদ্ধি হতে দেয়া যাবে না।
সে সিন্ধান্ত অনুযায়ী জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসনের বিশেষ নির্দেশে কুষ্টিয়া সদরসহ বিভিন্ন এলাকায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ওষুধের দোকান, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান (মুদি দোকান) কিটনাশক’র দোকান ব্যতিত বাকি সকল দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। এবং বিকেল ৪টার পর নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান খোলা রাখতে পারবে না।
এসব নির্দেশনাগুলো জেলা প্রশাসনের ফেসুবক পেইজ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, মাইকিংসহ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে। সে সব নিয়মগুলো সঠিক ভাবে মানা হচ্ছে কিনা, কোথাও এর ব্যর্তয় ঘটছে কিনা। সে সব পর্যবেক্ষণ করতে প্রতিদিন আমরা নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, সেনা সদস্য, পুলিশ সদস্যদের সহযোগীতায় আইন অমান্যকারীদের আইনের আওতায় এনে তাদেরকে অর্থদন্ড এবং স্বল্প সময়ের জন্য কারাদন্ড প্রদান করা হচ্ছে। মুলত মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি কুষ্টিয়া যাতে করোনা মুক্ত থাকে সকল কুষ্টিয়াবাসী যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন সে জন্যে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
তিনি আরও জানান, এ পর্যন্ত জেলায় প্রায় ৮শটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে ২ হাজারটি মামলা এবং ৬০ লক্ষ টাকার অধিক অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে, বেশ কয়েকজনকে কারাদন্ডও দেয়া হয়েছে এবং এ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

কুমারখালীতে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে বিভ্রাট, ঘরে ঘরে ভুতুড়ে বিল

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকোলি) এর আওতাধীন ১০ হাজার ৫ শত গ্রাহকের অনেকেই তাদের পরিষেবাতে সন্তোষ্ট নন বা ভুতুড়ে বিলের কারনে নানা ধরনের ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে একাধিক ভুক্তভোগীর অভিযোগ পাওয়া গেছে।
গত বৃহস্পতিবার এমনই কিছু ভুক্তভোগী প্রদীপ কুমার দাস, মোঃ রফিকুল ইসলাম ও রঞ্জিত কুমার জানান, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাস বিদ্যুৎ বিল নেয়া বন্ধ থাকলেও পরবর্তীতে দেখা যায় লক ডাউনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা অবস্থায় ৩/৪ গুন বেশী বিদ্যুৎ বিল দেবার এবং প্রতিমাসে সঠিক ভাবে বিল পরিশোধ করার পরও পূর্বের বিল বর্তমান বিলের সাথে যোগ করে দেবার। এসব বিষয় নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে কথা বলতে গেলে তারা দুর্ব্যবহার করেন এবং পরে সমন্বয় করা হবে বলে জানান।
কুমারখালী ওজোপাডিকোলির আবাসিক প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুর রশিদ দুর্ব্যবহারের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি ভাবে নির্দেশনা ছিলো নিজেদের নিরাপদ রেখে দায়িত্ব পালনের জন্য সেক্ষেত্রে মিটার রিডার গন্তব্য না গিয়ে বিল করার কারনে এমন হতে পারে আর পূর্বের বিল বর্তমান বিলের সাথে জুড়ে দেবার বিষয়ে বলেন অনেক সময় গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ে বিল না দিয়ে পরবর্তীতে দিলে এমন সমস্যা হতে পারে কারন বিল তৈরী হয় সফটওয়্যার এর মাধ্যমে।

সবজি চাষে সফল মিরপুর উপজেলার কৃষক আইয়ুব আলী

সবজি চাষ করে সফল হয়েছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া গ্রামের কৃষক আইয়ুব আলী। দীর্ঘদিন ধরে অন্যের জমিতে শ্রমিকের কাজ